সংবাদ

তারিখ 25 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

মতামত

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেসরকারি অংশ পাওয়া প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব

এস এম হযরত আলী

একটি জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধিনির্ভর করে জাতির শিক্ষার ওপর। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষকরা দেশ গড়ার কারিগর। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা, এতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এবং সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও বঞ্চিত। শিক্ষকরা অনেকাংশে নিগৃহীত ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষকতা মর্যাদায় পেশা হলেও তা কাগজে-কলমে, বাস্তবতার ধারেকাছেও নেই। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থা আরও করুণ এবং শোচনীয়। বর্তমান বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকরা যা বেতন পান তা খুবই সামান্য। সমাজের অন্য পেশায় যে কোন মানুষ এর চেয়ে অনেক গুণ আয় করে। সামান্য বেতনাদি দিয়ে শিক্ষকরা সংসারের ব্যয়ভার বহন করতে হিমশিম খান। নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরোয়। এই সামান্য বেতন দিয়ে কত কষ্টে তারা সংসারের ঘানি টানেন তা ভুক্তভোগীরাই একমাত্র বুঝতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করে থাকেন। স্বল্প আয়ে সংসারের ঘানি টানতে টানতে অকালে বুড়ো হয়ে যান। ভবিষ্যতের চিন্তায় দিশেহারা হয়ে যান। শেষ বয়সে আক্ষেপ করেন, আফসোস করেন। বর্তমান সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিয়েছে এক বছরের বকেয়াসহ। এ দাবি শিক্ষকদের অনেক দিনের। শতভাগ বেতন দিয়ে সরকার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে- শিক্ষকদের প্রাণের দাবি পূরণ করেছে- শিক্ষকদের মনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, এ জন্য সরকারকে অভিনন্দন। সরকারি এ সিদ্ধান্তে শিক্ষকরা যারপরনাই খুশি। আশা করা যায়, শিক্ষকদের অন্যান্য দাবি-দাওয়া সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করবে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা সামনে আশার নতুন আলো দেখছে। সরকার শতভাগ বেতন দেয়ার পর একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। আর সেটা হলো- বেসরকারি শিক্ষকগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫%, ১০%, ৫% মূল বেতনের অংশ পেতেন। এখন সরকার শতভাগ বেতন দিচ্ছে, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর মূল বেতনের অংশ দেয়ার অবকাশ নেই। জানা গেছে, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যে সময় থেকে সরকার শতভাগ বেতন দিচ্ছে, সে সময় হতে প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি অংশ শিক্ষকদের দেয়ার সুযোগ নেই। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় যুক্তি-তর্ক, আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে অনেক। গভর্নিং বডির এবং ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে) মহোদয়ের বক্তব্যও একই রকমের। প্রাসঙ্গিকভাবে এ বিষয়ে একটি বাস্তবতার নিরিখে যুক্তি হচ্ছে অনেক শিক্ষক আছে যাদের ছাত্র বেতনাদি ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস নেই, সে ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষকরা বছরের পর বছর মূল বেতনের কোন অংশ না পেয়েও দস্তখত করতে হয়েছে, বিগত দিনগুলোতে এমন প্রস্তাব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাবে। আবার পাশাপাশি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের বিভিন্ন আয়ের উৎস আছে এবং শিক্ষকদের বেসরকারি অংশে ৫০% কোন ক্ষেত্রে শতভাগ দেয়ার দৃষ্টান্তও আছে। ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দিলেও জেলা এবং থানা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের অনেক খাত আছে- সেখান থেকে শিক্ষকদের বেসরকারি অংশ দেয়া হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই তারা মানসম্মতভাবেই সেই টাকা শিক্ষকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে থাকে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেই সমাধান হয়ে যায়।

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়ের বিভিন্ন উৎস আছে, অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্য যে আয়ের অর্থ বিলি-বণ্টন করা যায়, সেখানে প্রধানরা নিজস্ব উদ্যোগে গভর্নিংবডির অথবা ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সদস্যদের বুঝাবেন এবং মিটিংয়ে এ বিষয়টি পুরোপুরিভাবে আলোচনা করে ঐকমত্য গড়বেন এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেবেন। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বেসরকারি অংশের টাকা বিলি-বণ্টন করবেন। আমার মনে হয়, বিষয়টি যদি এভাবে নিষ্পত্তি করা যায় তাহলে কোন সমস্যা বা জটিলতা থাকবে না। এতে যেমন শিক্ষকরা উপকৃত হবেন, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে, লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, বড় কথা হচ্ছে- শিক্ষকরা হবেন উৎসাহিত। পাঠদানে পাবেন আনন্দ, শিক্ষকদের অভাবের সংসারে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। আবারো বলছি- এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ওপর সবকিছু নির্ভর করে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পেশাজীবীর কাছ থেকে মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে সরকারের কাছে। হৃদয়বান সরকারের কাছে দাবি- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেয়া হোক- এই অগ্নিমূল্যের বাজারে শিক্ষকদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ব্যবস্থা করা হোক।